Beśyā gāid.
Calcutta, 1869.
Padārthavidyā. 6th ed.
Calcutta, 1877.
Upavāsamālā.
Dacca, 1876
Vyāyāmaśiksha. 2 pts.
Calcutta, 1874-75.
Vyākaraṇa Kaumudī.
Pt. IV. Calcutta, 1862

B.L.1761

বেশ্যা গাইড।

অর্থাৎ

স্পর্শাক্রামক রোগ নিবারণার্থে
১৮৬৮ সালের ১৪ আইন
ও ১৯ নম্বরী সরক্যুলর
অর্ডর তথা এই আইন
সক্রান্ত আফিস ব-
ন্দোবস্ত ও কার্য্য
বিধি বিষয়ক।

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত।

শ্রীকেদারনাথ দাস দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১২৭৬ সাল।
শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিজয়রাজ
যন্ত্রে মুদ্রিত চিৎপুর রোড
নিমুগোসায়ের গলি
৬৮ নং ভবন।

INDIA OFFICE LIBRARY

সূচীপত্র।

আপীষ বন্দোবস্ত ও কার্য্যবিধি।

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	কোথায় বেশ্যাদের রেজিষ্টরি করিতে হইবে	১
২।	কোন, কর্ম্মচারী রেজিষ্টরি করিবে	ঐ
৩।	সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করিলে কি২ রেজিষ্টরি করিতে হইবে	২ ঐ
৪।	থানার রেজিষ্টরি বহি (ফারম এ) রেজিষ্ট্রেসন টিকিট (ফারম বি)	২
৫।	কমিশ্যনার সাহেবের আফিসের জেনেরল রেজিষ্টরি বহি ও তাহার নম্বর টিকিটে বসাইয়া দিবার কথা	ঐ
৬।	বেশ্যালয়রক্ষক কোথায় ও কি২ রেজিষ্টরি করিবে	৩
৭।	ইহাদের নাম ও অন্যান্য বৃত্তান্ত কমিশ্যনার সাহেবের আফিসের এক বহিতে রাখা	ঐ
৮।	ইহাদের রেজিষ্ট্রেসন নম্বর টিকিটেও দেওয়া	ঐ
৯।	ইনস্পেক্টর দ্বারা যাহার টিকিট তাহাকে দেওয়ার কথা	৪

১০। টিকিট না পাইয়া বেশ্যাবৃত্তি চালাইতে ১৪ আইন মতে দণ্ড হইবার কথা ঐ
১১। রেজিষ্টরি বেশ্যা স্থানান্তর হইতে চাহিলে কি নিয়ম ঐ
১২। তদর্থে দরখাস্ত হইলে কমিশ্যনারের কর্ত্তব্য ঐ ৫
১৩। রেজিষ্টরি করিয়া বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিতে চাহিলে কি নিয়ম ঐ
১৪। বেশ্যালয় রক্ষক নিজ বাসস্থান কিম্বা ব্যবসার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলে কি নিয়ম ৬
১৫। ঐ রূপ দরখাস্ত হইলে কমিশ্যনার সাহেবের কর্ত্তব্য ৬
১৬। ইহার কর্ম্মের স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবল বাস বদল করিতে চাহিলেই বা কি নিয়ম ঐ
১৭। বেশ্যালয় রক্ষক নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিতে চাহিলে কি নিয়ম ৭
১৮। বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষকদের কর্ত্তব্য পালন দেখা ইনস্পেক্টরের ভার ঐ
২০। প্রকাশ্য বেশ্যা বলিয়া রেজিষ্টরি না করিলে বেশ্যালয়-রক্ষক তাহাকে বাস করিতে স্থান দিবেন না ঐ
২১। মাসিক রিটর্ণ (ফারম সি) ৮
২২। চৌকিদারের উচ্চ পদস্থ লোক সন্ধান জানিতে পারিবেন ঐ
২৩। যে স্থানে ডাক্তার দ্বারা টিকিটে লেখা থাকে পরীক্ষা হইবে সেই স্থানে প্রতি ১৪ দিনের মধ্যে একবার করিয়া যাইতে হইবে ঐ
২৪। পরীক্ষার সময় টিকিট দেখাইতে হইবে ৯
২৫। পরীক্ষক নিজ২ বহি (ফারম ই) মধ্যে ঐ পরীক্ষার তারিখ ও ফল লিখিবেন ঐ
২৬। ঘরে বা ঘেরা স্থানে লজ্জা ও আবরু বজায় রা-

খিয়া সুন্দর রূপে পরীক্ষা কার্য্য হইবে ঐ
২১। নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে পরীক্ষার জন্য হাজির হইলে যে কার্য্য বিধি ঐ ১
২৮। পূর্ব্বোক্তমতে প্রত্যেক ১৪ রোজ মধ্যে হাজির না হওয়া ইনস্পেক্টর দেখিবেন ১০
২৯। পরীক্ষান্তে গরমীর পীড়া থাকা স্থির হইলে কি করিতে হইবে ঐ
৩০। তদ্রূপ নোটীস পাইয়া হাজির না হইলে কি রূপ কার্য্য বিধি ঐ
৩১। নোটীস দিবার ক্ষমতা কমিশ্যনার ও ডেপুটী কমিশনারের আছে ১১
৩২। ইহাদের যত্ন বিনা মোকদ্দমা হইবে না ঐ
৩৩। পুলীষের ও হাস্পাতালের কর্ম্মচারী ভিন্ন কেহ অপরাধ ধরিবেনা ঐ
নোটীসের ফারম ১২

১৮৬৮ সালের ১৪ আইন।

১ ধার। সংক্ষেপ নাম ১৩
২। মাজিষ্ট্রেট স্পর্শাক্রামক রোগ এবং বেশ্যালয় রক্ষক শব্দের অর্থ ১৪
৩। কোন২ স্থানে চলিবে ঐ
৪। রেজিষ্টরি না হইলে বিধি ও দণ্ড ১৫
৫। রেজিষ্টরির বিধি ১৬
৬। নিবাস পরিবর্ত্তনের বিধি ১৭
৭। টিকিট না দেখাইলে কি দণ্ড হইবে ১৮
৮। বেশ্যারা রেজিষ্টরি না হইলে বেশ্যালয়ে প্রবেশ হেতু কি দণ্ড ১৯
৯। বেশ্যালয় রক্ষকদের সন্ধান জানাইবার আবদ্ধতা কহে ২০

১০। দেহ পরীক্ষা। ঐ
১১। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পরীক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে ২১
১২। ঐ রূপ হাস্পাতালের ব্যবস্থা ২২
১৩। হাস্পাতালের কার্য্য সম্পাদন ২৩
১৪। নোটীস পাইলে তথায় যাইবার বিধি ঐ
১৫। হাস্পাতালে চিকিৎসা ২৪
১৬। বিদায় পত্র ঐ
১৭। স্বস্থানে চিকিৎসার বিধি ২৬
১৮। চিকিৎসার সময়ে বেশ্যাবৃত্তি করিবার দণ্ড ২৭
১৯। খোরাকীর কথা ২৭
২০। নিসিদ্ধ স্থানে বাস করণের বিধি ও দণ্ড ঐ
২১। রেজিষ্টরি হইতে নাম উঠাইবার কথা ২৮
২২। বিধির বিধি ২৯
২৩। স্বাক্ষর সংক্রান্ত অনুভূতির কথা ঐ
২৪। নোটিস দিবার কথা ঐ
২৫। মোকদ্দমা করিবার সময়ের কথা ৩০
২৬। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা ঐ
১৮৬৮ সালের ১৯ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমা ৩১
এতৎ সংক্রান্ত সরকুলার অর্ডর ৩৩
১৯ নম্বরী সরকুলার অর্ডর ৩৬
২৭। রেজিষ্টেমন টিকিটের ফারম ৩৮

কোন২ স্পর্শাক্রামক রোগ নিবা-রণার্থ ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনের অন্তর্গত যে সকল বিধি বেঙ্গল দে-শের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের দ্বারা নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম।

১। ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখে কিম্বা তাহার পর অবধি কলিকাতায় কিম্বা সহর তলিতে কোন স্ত্রীলোক কিম্বা কোন ব্যক্তি আপন আপন বাসস্থান যে থানার অধীন, সেই থানায় রেজিষ্টরি না করিয়া বেশ্যাবৃত্তি এবং বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম করিতে পারিবে না।

২। প্রত্যেক থানার ইনস্পেক্টর আপন২ থানার এলাকায় যে২ সামান্য বেশ্যা ও বেশ্যা-লয় রক্ষক বাস করে তাহাদের রেজিষ্টরি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

কোন স্ত্রীলোক সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করিলে আপন নাম, বয়স, জাতি বা ধর্ম্ম জন্মস্থান, বাসস্থান, ও যে সময়ে বেশ্যাবৃত্তিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যদ্যপি সে কোন বেশ্যালয়ে বাস করে, তাহা হইলে সেই বাটীর কর্ত্তারও রক্ষকের নাম এবং পরে লিখিত জেনেরল রেজিষ্টরি বহিস্থ তাহার নম্বর, এই সকল বৃত্তান্ত থানায় নিজে আসিয়া লেখাইতে হইবেক।

৪। থানার ইনস্পেক্টর উক্ত সকল বিবরণ পাইবামাত্র থানায় যে রেজিষ্টরি বহি (ফারম এ) রাখা হইবে সেই বহিতে তাহা লিখিয়া রাখিবেন তৎপরে রেজিষ্ট্রেসন টিকিট (ফারম বি) লিখিয়া ঐ টিকিট কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখতের নিমিত্ত তাহার আপীসে পাঠাইয়া দিবেন।

৫। থানায় রেজিষ্টরি বহির ন্যায় সমুদায় সহর ও সহরতলীর জন্য পুলীষ আপীসে যে জেনেরল রেজিষ্টরি বহি রাখা হইবে সেই বহিতে কমিশ্যনার সাহেব ঐ স্ত্রীলোককে রেজিষ্টরি করিবেন, জেনরেল রেজিষ্টরি বহিতে ঐ স্ত্রীলোকের যে নম্বর পড়িবে সেই নম্বর রেজিষ্ট্রেসন টিকিটের প্রথম ঘরে লিখিতে হইবে। ইহা লেখা হইলেই উক্ত টিকিট কমিশ্যনার বা ডিপুটি কমিশ্যনার সাহেবের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া থানার ইনস্পেক্টরের নিকট প্রেরিত হইবে। ইনস্পেক্টর আপন রেজিষ্টরি বহিতে উক্ত রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে লিখিত নম্বর লিখিয়া লইয়া যাহার টিকিট তাহাকে দিবেন॥

৬। প্রত্যেক বেশ্যালয় রক্ষক যে থানার এলাকায় আপন কর্ম্ম চালায় সেই থানায় তাহাকে রেজিষ্টরি করিতে হইবেক আর রেজিষ্টরি করিবার সময় আপন নাম, বাসস্থান, এবং যে বাটিতে, কি ঘরে, কি স্থানে, আপনার বৃত্তি চালায় তাহা যে স্থানে থাকে তাহা লেখাইতে হইবেক থানার ইনস্পেক্টর উক্ত বিবরণ থানায় যে রেজিষ্টরি বহি (ফায়ম সি) রাখা হইবে সেই বহিতে লিখিয়া লইবেন। তৎপরে রেজিষ্টরী টিকিট (ফারম ডি) লিখিয়া ঐ টিকিট কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখতের নিমিত্ত তাহার আফিসে পাঠাইয়া দিবেন।

৭। কমিশ্যনার সাহেব তাঁহার আফিসে এক বহিতে প্রত্যেক বেশ্যালয় রক্ষকের নাম এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত লেখাইয়া রাখিবেন।

৮। কমিশ্যনার সাহেবের আফিসের জেনেরল রেজিষ্টরি বহিতে বেশ্যালয় রক্ষকদের রেজিষ্টরনের যে নম্বর হইবেক টিকিটেও সেই নম্বর দেওয়া হইবেক, আর ঐ টিকিট কমিশ্যনার কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখত হইলে যে থানার এলাকায় ঐ বেশ্যালয় রক্ষক আপন বৃত্তি চালাইতে চাহে সেই থানার ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠান হইবেক।

৯। কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা টীকিটে যে নম্বর দেওয়া হইবেক সেই নম্বর ইনস্পেক্টর রেজিষ্টরি বহিতে লিখিয়া লইয়া যাহার টিকিট তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন।

১০। যদি কোন স্ত্রীলোক কিম্বা কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্টরি না করিয়া এবং পূর্ব্বমতে রেজিষ্ট্রেসন টিকিট না লইয়া বেশ্যাবৃত্তি করে কিম্বা বেশ্যালয়রক্ষকের কর্ম্ম চালায় তাহা হইলে তাহার বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হইয়া ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনমতে বিচার হইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সোপরদ্দ হইবেক।

১১। কোন রেজিষ্টরি করা বেশ্যা আপন বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিলে তাহাকে কমিশ্যনার বা ডেপুটি কমশ্যনার সাহেবের সিমাঁপে স্বয়ং কিম্বা ইংরাজী দরখাস্ত দ্বারা যে গলিতে উঠিয়া যাইতে মানস করে তাহার নাম ও নম্বর জানাইতে হইবেক, আর রেজিষ্ট্রেসন টিকিট ফিরাইয়া দিতে হইবেক। যদ্যপি কোন বেশ্যালয়ে থাকিতে মানস করে তবে সেই বেশ্যালয় রক্ষকের নাম ও রেজিষ্ট্রেসন নম্বর লেখাইতে হইবেক।

১২। এরূপ দরখাস্ত পাইলে কমিশ্যনার সাহেব রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে ও জেনেরল রেজিষ্টরি বহীতে প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিতে

আজ্ঞা দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত টিকিট ঐ স্ত্রীলোক-কে ফিরাইয়া দিবেন এবং পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীলোক যে থানায় রেজিষ্টরি হইয়াছে সেই থানা হইতে তা-হার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যে থানার এলাকায় সে উঠিয়া যাইতে মানস করে সেই থানায় তা-হাকে পুনরায় রেজিষ্টরি করিতে আদেশ করিবেন

১৩। কোন বেশ্যা রেজিষ্টরি করিয়া অত্র সহরে কিম্বা সহরতলীতে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ ক-রিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে স্বয়ং কিম্বা ইংরাজী দরখাস্ত দ্বারা কমিশ্যনার সাহেবকে জানাইতে হইবেক যে তাহার নাম রেজিষ্টরি হইতে উঠা-ইয়া ফেলা হয় এবং ঐ স্ত্রীলোক যথার্থ বেশ্যা-বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে এমত প্রমাণ পাইলে কমিশ্যনার সাহেব তাহার নাম জেনেরল রেজি-ষ্টর ও থানার রেজিষ্টর হ তে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিবেন এবং তাহার রেজিষ্টে সন টি-কিট ফিরাইয়া লইবেন। এবং যে পর্য্যন্ত ঐ দর-খাস্তের চুড়ান্ত হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত কমিশ্যনার সাহেব যদি উচিত বিবেচনা করেন তাহা হইলে স্ত্রীলোককে ডাক্তারের পরীক্ষা হইতে মুক্ত ক-রিতে পারিবেক।

১৪। যদি কোন বেশ্যালয়-রক্ষক আপন বাসস্থান কিম্বা ব্যবসার স্থান পরিবর্ত্ত করিতে চাহে তাহা হইলে সে যে স্থানে উঠিয়া যাইবেক

তাহার নাম ও নম্বর দিয়া কমিশ্যনার সাহেবের নিকট এক ইংরাজি দরখাস্ত করিতে স্থইবেক আর সেই দরখাস্তের সহিত রেজিষ্ট্রেসন টিকিট দাখিল করিতে হইবেক।

১৫। এরূপ দরখাস্ত পাইলে কমিশানার সাহেব রেজিষ্ট্রেসন টিকিটও জেনেরলরেজিষ্টরি বহিতে প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত টিকিট ঐ বেশ্যালয় রক্ষ-ককে ফিরাইয়া দিবেন এবং পূর্ব্বে ঐ বেশ্যালয় রক্ষক যে থানায় রেজিষ্টরি হইয়া ছিল সেই থানা হইতে তাহার নাম উঠাইয়া দিয়া যে স্থানে সে বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম চালাইতে চাহে সেই স্থানের থানায় তাহাকে পুনরায় রেজিষ্টরি করিতে আদেশ করিবেন।

১৬। যদ্যপি কোন বেশ্যালয়-রক্ষক তাহার কর্ম্মের স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া কেবল তাহার বাসস্থান বদল করিতে চাহে, তাহা হইলে কমি-শ্যনার সাহেব জেনেরল রেজিষ্টরি বহিতে ও রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া যে থানায় সে রেজিষ্টার হইয়াছিল সেই থানার ইনিস্পেক্টরকে এমত আদেশ করিবেন যে থানার রেজিষ্টরি বহিতে উক্ত বেশ্যালয় রক্ষকের বাসাস্থনের ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লন।

১৭। যদ্যপি কোন বেশ্যালয়-রক্ষক বেশ্যালয় বৃত্তি ত্যাগ করিতে চাহে তাহা হইলে ইংরাজী দরখাস্ত দ্বারা ঐ বিষয় কমিশ্যনার সাহেবকে জানাইতে হইবে এবং কমিশ্যনার সাহেব ঐ সম্বাদ পাইয়া জেনেরেল রেজিষ্টরিও থানার রেজিষ্টরী বহি হইতে তাহার নাম উঠাইয়া দিতেও তাহার রোজষ্টেসন টিকিট ফিরাইয়া লইতে আদেশ করিবেন।

১৮। সহরের ও সহরতলীর সকল পুলীষ কর্ম্মচারিদিগকে এতদ্দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা যে সকল বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক রেজিষ্টরী করিয়াছে তাহাদের রেজিষ্টেসন টিকিট দেখিবার জন্য চাহিতে পারিবেন।

১৯। সহর ও সহরতলীর প্রত্যেক থানার ইনিস্পেক্টর আপন আপন সীমার মধ্যে যে সকল সামান্য বেশ্যা ও বেশ্যালয়-রক্ষক বাস করে তাহারা যাহাতে রেজিষ্টরি করিবার নিয়ম সকল পালন করে তদ্বিষয়ে সতর্কতাপূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

২০। যে স্ত্রীলোক এই আইনমতে প্রকাশ্য বেশ্যা বলিয়া রেজিষ্টরি করে নাই তাহাকে বেশ্যা বৃত্তি করিবার জন্য কোন বেশ্যালয়-রক্ষক এই আইনমতে রেজিষ্টরি হইয়া কি না হইয়া তাহার আলয়ে কোন সময়ে আসিতে দিতে পারিবেক না

২১। প্রত্যেক রেজিষ্টরি করা বেশ্যালয় রক্ষকের আলয়ে যে সকল বেশ্যা প্রত্যেক মাসে যাতায়াত বা বাস করে তাহাদের নাম রেজিষ্টে সন নম্বর এবং কোন তারিখে তাহাদের ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা হইয়াছে ও তাহার ফল কি এই সকল বিবরণ তাহার পর মাহার ৩ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বেই ইংরাজীতে লিখিয়া (ফারম ই) কমিশ্যনার সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হইবেক।

২২। সহরের ও সহরতলীর চৌকিদারের উপরস্থ কর্ম্মচারিদিগকে এতদ্দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হইল যে প্রত্যেক বেশ্যালয়-রক্ষকের নিকটে তাহার বৃত্তি সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সন্ধান তাহারা চাহিতে পারিবেক এবং এই সন্ধান জানাইবার জন্য পুলীষ কর্ম্মচারী ঐ বেশ্যালয়-রক্ষককে যে সময়ে ও যে স্থানে উপস্থিত হইতে কহিবেন সেই সময়ে ও সেই স্থানে তাহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

২৩। সহরের ও সহরতলীর প্রত্যেক রেজিষ্টরীকরা বেশ্যাকে আপন আপন রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে যে স্থানে লিখিত থাকিবে সেই স্থানে ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা হইবার জন্য সময়ে২ প্রত্যেক ১৪ দিনের মধ্যে একবার করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু প্রথমে রেজিষ্টরী হইবা

মাত্রেই উক্ত স্থানে পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইতে হইবেক।

২৪। উপরোক্তমতে পরীক্ষার জন্য কোন রেজিষ্টরী করা স্ত্রীলোক হাজির হইলে তাহাকে রেজিষ্টেসন টিকিট দেখাইতে হইবেক ও যদবধি কর্ম্মচারি ডাক্তার তাহাকে যাইতে অনুমতি না করেন তদবধি তাহাকে হাজির থাকিতে হইবেক।

২৫। যাহার দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা করা হয় তিনি পরীক্ষার তারিখ ও ফল এক রেজিষ্টারি বহিতে (ফারম এফ) লিখিয়া রাখিবেক এবং যে টিকিট বেশ্যার নিকট থাকিবেক তাহার পৃষ্ঠেও সেই মত লিখিয়া দিবেক।

২৬। কোন নির্দ্দিষ্ট ঘরে বা ঘেরা স্থানে উক্ত পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক এবং যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের আবরু ও লজ্জা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় অথচ সুচারুরূপে পরীক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবেক।

২৭। উপরোক্ত বিধিমতে পরীক্ষা হইবার যে সময় ও স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই সময়ে ও স্থানে কোন রেজিষ্টরী করা বেশ্যা যদ্যপি পরীক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত না হয়েন তবে পুলীষের কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারেণ্ট ব্যতিরেকে ধরিয়া স্বরায় পরীক্ষা স্থানে চালন করিবেন এবং

তাহার পরে তাহাকে বিবেচনা মতে কমিশ্যনার কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনার সাহেবের আজ্ঞানুসারে হয় খালাস দেওয়া হইবেক নচেৎ ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনানুসারে বিচার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবেক।

২৮। থানার এলাকার মধ্যে যে সকল সামান্য বেশ্যা থাকে তাহারা উপরোক্তমতে পরীক্ষা হইবার নিমিত্ত নিয়মিত সময়েও স্থানে হাজির হইয়াছে কি না তাহার সন্ধান জানিবার জন্য থানার ইনস্পেক্টর সময়ে সময়ে প্রত্যেক ১৪ রোজের মধ্যে ঐ বেশ্যাদের রেজিষ্ট্রেসন টিকিট নিজে কিম্বা অন্য পুলীষ কর্ম্মচারির দ্বারা অনুসন্ধান করিবেন।

২৯। উপরোক্তমতে পরীক্ষা হইলে পর যদ্যপি কোন রেজিষ্টরী করা বেশ্যার স্পর্শাক্রামক রোগ অর্থাৎ গরমির ব্যায়রাম আছে এমত নিশ্চয় হয় তাহা যে ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাহাকে নোটিস দেওয়া হইবেক যে তিনি নিরূপিত সময়ের মধ্যে চিকিৎসার জন্যে নির্দ্দিষ্ট হাস্পাতালে উপস্থিত হন।

৩০। উক্ত নোটিস দেওয়া গেলে পর যদি ঐ বেশ্যা নোটিসের লিখিত সময়ের মধ্যে সেই হাস্পাতালে না যায় কিম্বা যাব না কহে, তবে পুলীষের কর্ম্মকারক তাহাকে ধরিয়া ত্বরায় ঐ

হাস্পাতালে চালান করিয়া তাহাকে চিকিৎসার জন্য তথায় রাখিবেন।

৩১। এতদ্দ্বারা কমিশ্যনার এবং ডিপুটী কমিশ্যনার সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা কোন রেজিষ্টারী করা বেশ্যাকে এই মর্ম্মের নোটিস দিতেপারিবেন যে ঐ নোটিস লিখিত দিনের পর সাত দিনের মধ্যে ঐ বেশ্যা উক্ত নোটীসের নির্দ্দিষ্ট পথে কি স্থানে বাস করিতে পারিবে না।

৩২। কমিশ্যনার ও ডিপুটী কমিশ্যনার সাহেবের আদেশ ভিন্ন অন্য কাহার যত্নে ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনমতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

৩৩। সন ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনেতে যে যে কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা অত্র সহরের ও সহরতলীর পুলীষ কর্ম্মচারী কেবল করিবেন এবং উক্ত আইন দ্বারা যাহা অপরাধ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সন্ধান ঐ পুলীষ কর্ম্মচারী বা নির্দ্দিষ্ট হাস্পাতালের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ দিতে পারিবে না।

নোটীসের ফারম।

কলিকাতা পুলীষ কমিশ্যনর সাহেবের আপীস।

সন ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন।

অনুযায়িক।

বিজ্ঞাপন।

শ্রী

বাস ান নম্বর

তোমাকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা যাইতেছে যে আগামী ১ লা আপ্রেল বাঙ্গালা ২০ শে চৈত্র তারিখ অবধি কোন কোন স্পর্শাক্রামক অর্থাৎ গরমীরোগ নিবারণার্থ উপরোক্ত ১৪ আইন জারী হইবেক, অতএব উক্ত তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে তোমার রেজিষ্টরি হওয়া আবশ্যক জানিবা। সে জন্য তুমি উক্ত তারিখের মধ্যে থানায় যাইয়া রেজিষ্টরি বহিতে তোমার নাম লেখাইবা ইহাতে অন্যথা না হয়।

পুলীষ আপীস
২৫ শে মার্চ, ১৮৬৯

} ডেপুটী কমিশ্যনার অফ্ পুলীষ।

১৮৬৮ সালের ১৪ আইন।

অর্থাৎ।

ভারত বর্ষীয় স্পর্শাক্রামক রোগের আইন। বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষকদের রেজিষ্টরী আদি বিষয়ক বিধি সংযুক্ত।

মহিমাবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত ভারত বর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিম্ন লিখিত আইন বিষয়ে ১৮৬৮ সালের আপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহা সকলের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৬৮ সালের ১৪ আইন।

স্পর্শাক্রামক কোন২ রোগ নিবারণার্থ আইন।

(হেতুবাদ)

স্পর্শাক্রামক কোন২ রোগ নিবারণের সদুপায় করা বিহিত। এই হেতুক নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

(পরিভাষা।)

(সংক্ষেপ নাম)

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় স্পর্শাক্রামক রোগের ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে ইতি।

(অর্থ করণের ধারা)

২ ধারা। এই আইনেতে ,,

" মাজিষ্ট্রেট ,,

যে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করেন মাজিষ্ট্রেট শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে। রাজধানীর পুলিষের মাজিষ্ট্রেট ও তন্মধ্যে গণ্য।

" স্পর্শাক্রামক রোগ ,,

" স্পর্শাক্রামক রোগ ,, শব্দে স্পর্শাক্রামক উপদংশ কোন রোগ বুঝাইবে।

" বেশ্যালয় রক্ষক ,,

বারস্ত্রীরা বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্যে যে বাটীতে কি ঘরে কি স্থানে নিত্য যায় কি থাকে সেই বাটী প্রভতির দখলিকার এবং যে ব্যক্তি সেই বাটীর কি ঘরের কি স্থানের অধ্যক্ষতা কার্য্য করে কি সেই কার্য্যের সাহায্য করে " বেশ্যালয় রক্ষক ,, শব্দে তাহাকে বুছাইবে ইতি।

(আইন যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা)

৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনী দিয়া যে২ স্থানের নাম প্রকাশ করেন, এই আইন সেই২ স্থানে প্রচলিত হইবে। এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে ঐ২ স্থানের যে সীমা ধার্য্য

হইবে তাহা উক্ত জ্ঞাপন পত্রে প্রকাশ করা যাইবে এবং পুর্ব্বোক্ত অনুমতি গ্রহণ পুর্ব্বক উক্ত প্রকারের জ্ঞাপনী দিয়া সময়ে২ পরিবর্ত্তন ও হইতে পারিবে ইতি।

বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক রেজিষ্টর না হইলে তাহাদের বিধি।

(বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক রেজিষ্টরি না হইলে তাহাদের দণ্ডের কথা)

৪ ধারা। এই আইন যে যে স্থানের প্রতি বর্ত্তিবে সেই২ স্থানে এই আইনমতে রেজিষ্টরি আফিস স্থাপন করা যাইবে। কোন বেশ্যা এবং কোন বেশ্যালয় রক্ষক সেই স্থানে গিয়া রেজিষ্টর না হইলে এবং তাহার নিকট নিম্ন লিখিত বিধি মতে রেজিষ্টরীর নিদর্শন না থাকিলে সে সামান্য বেশ্যা বৃত্তি এবং বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম করিতে পারিবে না।

যদি কোন বার স্ত্রী কিম্বা বেশ্যালয় রক্ষক পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্টরি না হইয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন নিকট না রাখিয়া বেশ্যাবৃত্তি কিম্বা বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর প্রমাণ হইলে তাহার এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবেক ইতি।

বেশ্যাদের ও বেশ্যালয়রক্ষকেরদের রেজিষ্টরী

হইবার বিধি।

রেজিষ্টরী করিবার বিধি ও কর্ম্মকারকদের নিয়োগ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হইবার কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সামান্য বেশ্যাদের ও বেশ্যালয় রক্ষকদের রেজিষ্টরী করিবার বিধি করিবেন! ও রেজিষ্টরী কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত ভারৎবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ কর্ম্মকারকদের বেতনও অধীন আমলাদের সংখ্যা নিরূপণ করিবেন আরো এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে যে যে বহী ও যে যে পাঠ আবশ্যক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই সেই বহী প্রভৃতি দেওযাইবেন।

কোন বার স্ত্রী বেশ্যা সম্পর্কীয় উক্ত বিধিমতে কর্ম্ম করিলে এবং বেশ্যালয়রক্ষক সংক্রান্ত উক্ত বিধিমতে বেশ্যালয়রক্ষকের কর্ম্ম করিলে তাহারা এই আইনমতে রেজিষ্টরি হইয়াছে জ্ঞান হইবে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে রেজিষ্টরী হইবার যদ্রূপ নিদর্শনপত্র নির্দ্দিষ্ট করেন রেজিষ্টরী কার্য্যকারক তাহাদিগকে সেই রূপ নিদর্শন পত্র দিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক স্ত্রীর নাম ও বয়স ও জাতি থাকিলে সেই জাতি ও বাসস্থান, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং ঐ স্ত্রীর অন্য যে বৃত্তান্ত লি-

খিতে আজ্ঞা করেন, এই সকল কথা লিখিবার এক বহীতে সেই কথা লিখিতে হইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক বেশ্যালয়রক্ষকের নাম ও বাসস্থান এবং যে যে বাটীতে কি ঘরে কি স্থানে আপনার সেই বৃত্তি চালায় তাহা যে স্থানে থাকে এই কথা লিখিবার এক বহী রাখিতে হইবেক, সেই বহীতে লেখা যাইবে ইতি।

নিবাস পরিবর্ত্তনের কথা।

৬ ধারা। তদ্রূপ কোন স্ত্রী আপনার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে ব্যক্তিকে ও যে প্রকারে সেই বিষয়ের সম্বাদ জানাইতে আজ্ঞা করেন, ঐ স্ত্রী তাহাকে সেই প্রকারে ঐ কথা জানাইবে। এবং উক্ত বহীতে ও রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বোক্ত যে নিদর্শন পত্র তাহাকে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ কথার প্রয়োজন মতে পরিবর্ত্তন হইবে।

যদি তদ্রূপ কোন বারস্ত্রী উক্ত কথার সম্বাদ না দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে প্রমাণ হইলে তাহার চৌদ্দ দিনের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐতুই দণ্ড হইবে।

যদি কোন বেশ্যালয়রক্ষক আপনার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে, কিম্বা যে বাটীর কি ঘরের কি স্থানের ঠিকানা পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্টর করা

গিয়াছে যদি তদ্ভিন্ন অন্য বাটী কি ঘর কি স্থান পায় কিম্বা তাহাতে প্রবেশ করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে প্রকারে যে ব্যক্তির নিকট ঐ কথা জানাইতে আজ্ঞা করেন সেই ব্যক্তি তাহাকে সেই প্রকারে ঐ কথার সম্বাদ দিবে, এবং উক্ত বহীতেও রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বোক্ত যে নিদর্শন পত্র তাহাকে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রয়োজন মতে সেই পরিবর্ত্তিত কি অধিক কথা লেখা যাইবে।

যদি উক্ত বেশ্যালয়রক্ষক পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ না দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে প্রমাণ হইলে তাহার এক মাসের অনধিকাল কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

রেজিষ্টরী হইবার প্রমাণ না দেখাইলে তদ্বিষয়ের বিধি।

রেজিষ্টরী হইবার নিদর্শনপত্র না দেখা-হইবার কথা।

৭ ধারা। কোন রেজিষ্টরী বারস্ত্রী কি বেশ্যালয়রক্ষক পূর্ব্বোক্ত মতে রেজিষ্টরী হইবার যে নিদর্শন পত্র পায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কর্ম্মকারককে তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তিনি তাহাকে সেই পত্র বাহির করিয়া দেখাইতে আজ্ঞা রিলে যদি উপযুক্ত আপত্তি না থাকিলেও সেই

বারস্ত্রী তাহা না দেখায় কি দেখাইব না কহে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে তাহার চৌদ্দ দিনের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

এই ধারামতে যে সময়ে যে শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের তদ্রূপ আদেশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে বিধি করেন তদনুসারে ঐ রেজিষ্টরী বারস্ত্রীদিগকে ও বেশ্যালয় রক্ষককে তাঁহারদের নামাদি জ্ঞাত করা যাইবে ইতি।

বেশ্যালয়রক্ষকদের বিশেষ বিধি।

বেশ্যারা রেজিষ্টরি না হইলে তাহাদিগকে বেশ্যাগারে যাইবার অনুমতি না দেওয়ার কথা।

৮ ধারা। বেশ্য লয়রক্ষক এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইয়া কি না হইয়া কোন স্ত্রী বেশ্যা কিন্তু এই আইনমতে রেজিষ্টরী হয় নাই যদি ইহা জানিবার উপযুক্ত হেতু পাইয়া তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য ঐ আলয়ে কি ঘরে কি স্থানে আনায় কি আসিতে কি থাকিতে দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

(উপবিধি)

পরন্তু এই ধারার কিম্বা এই আইনের অন্য কোন ধারার যে বিধিহউক,বেশ্যালয় কিম্বা অনিয়মিত আচারের ঘর রাখিবার কি তাহাতে সম্পর্ক রাখিবার জন্যে কিম্বা তদ্দ্বারা যে অনিষ্ট হয় তন্নিমিত্ত অপরাধির যে দণ্ড কি অন্য ফলভোগ হইতে পারে তাহা হইতে সে ঐ বিধি হেতুক অব্যাহিত পাইবে না ইতি।

(আইনমতে বেশ্যালয়রক্ষকদিগের সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ হইবার কথা)

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কার্য্যকারকদিগকে সন্ধান লইবার জন্যে নিযুক্ত করেন পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বেশ্যালয়রক্ষক আইনমতে ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত প্রকারে ও সময়ে তাঁহাকে আপনার বৃত্তি সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সেই সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ আছে। ঐ প্রত্যেক কর্ম্মকারক এই ধারার অভিপ্রায়ার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক জ্ঞান হইবেন ইতি।

(বেশ্যাদের দৈহীকাবস্থা পরীক্ষার বিধি)

(বেশ্যাদের দৈহীকাবস্থা পরীক্ষার কথা)

১০ ধারা। তদ্রূপে যে বেশ্যাদিগকে রেজিষ্টরী করা যায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিরূপিত সময়ান্তরে তাহাদের দৈহীকাবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্যে লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

পরীক্ষার কালে তাহাদের স্পর্শাক্রামক রোগ আছে কি না ইহা নিশ্চয় করা সেই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ইতি।

(পরীক্ষা বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিধান করিবার কথা)

১১ ধারা। এই আইন যে নগরীতে বর্ত্তে সেই২ নগরীর অন্তর্গত যে২ স্থানে ও যে২ সময়ে পরীক্ষা করা যাইবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এই বিষয়ে এই আইন সঙ্গত বিধান করিবেন, এবং সেই পরীক্ষা কার্য্য প্রণালী ও তাহার ফল লিখিয়া রাখিবার সাধারণ নিয়মও করিবেন। এবং উক্ত বিধান এই ধারামত বিধান বলিয়া ঐ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেব কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে তাহাই ঐ বিধানের প্রমাণ হইবে। (রিপোর্টের কথা)

যে ব্যক্তিরা তদ্রূপ পরীক্ষা করে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে ব্যক্তিদের নিকট যে সময়ে সে পাঠে রিপোর্ট করিতে আদেশ করেন তাহাদিগকে তদনুসারে রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(বিধান না মানিবার দণ্ডের কথা)

এই ধারামতে যে বিধান করা যায়, চিকিৎসক ভিন্ন কোন ব্যক্তি উক্ত পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তি এবং রেজিষ্টরী কোন বেশ্যা।

যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই বিধান অমান্য করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে তাহার এক মাসের অনধিক কাল বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে।

সর্টিফিকট যুক্ত হাস্পাতালের বিধি।

(স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক হাস্পাতালের নিৰূপণ ও সর্টিফিকট দেওনের কথা)

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ এই আইনের কার্য্যের নিমিত্তে কোন আলয় কিম্বা আলয়ের অংশ পাস্পাতাল স্বৰূপ নিৰূপণ করিতে পারিবেন।

কোন আলয় কিম্বা আলয়ের কোন অংশ সেই প্রকারে নিৰূপিত হইলে এবং তাহা তদর্থে নিৰূপিত হইয়াছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেব লিখন ক্রমে এই মর্ম্মের সর্টিফিকট দিলে তাহা এই আইন মত সর্টিফিকট যুক্ত হাস্পাতাল অর্থাৎ সংশিতপত্র প্রাপ্ত চিকিৎসালয় জ্ঞান হইবে।

(তদ্রূপ হাস্পালের উপর কর্ত্তৃত্বের কথা)

সর্টিফিকট প্রাপ্তযেপ্রত্যেক হাস্পাতালতদ্রূপে নিৰূপিত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে যে ব্যাক্তদিগকে উপযুক্ত বোধ করেন তাহা তাহার তত্ত্বাধীনে ও অধ্যক্ষতায় থাকিবে ইতি।

(তদ্রূপ হাস্পাতালের কার্য্য সম্পাদনার্থ
বিধানের কথা)

১৩ ধারা। এই আইনমতে স্পর্শাক্রামক রোগের চিকিৎসা পাইবার জন্যে যে বারস্ত্রীদিগকে রাখিবার অনুমতি হয় এবং যাহারা তজ্জন্য তথায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই২ স্ত্রী সম্পর্কে ঐ হাস্পাতালের পরিদর্শন ও কার্য্য সম্পাদন ও শাসনের বিধান করিবেন।

ঐ বিধান এই ধারানত বিধান বলিয়া ঐ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা স্বাক্ষর করা গেলে তাহা এই আইনের কার্য্যপোলক্ষে ঐ বিধানের প্রমাণ পত্র হইবে ইতি।

(নোটিস পাইলে রেজিষ্টরী বেশ্যাদের
হাস্পাতালে যাইবার কথা।)

১৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি এই আইনমতে রেজিষ্টরি হওয়া কোন স্ত্রীকে নোটিস দিলে ঐ নোটিসে সর্টিফিকট প্রাপ্ত যে হাস্পাতালের নাম লেখা থাকেঐ স্ত্রীর সেই হাস্পাতালে গিয়া চিকিৎসার জন্যে থাকিতে হইবে।

(না যাইবার কি যাইব না ইহা কহিবার
দণ্ডের কথা)

নোটিস দেওয়া গেলে যদি ঐ স্ত্রী নোটীসের লিখিত সময়ের মধ্যে সেই হাস্পাতালে না যায়

কিম্বা যাব না কহে, তবে পুলীষের কর্ম্মকারক তাহাকে ধরিয়া সাধ্যমতে ত্বরায় ঐ হাস্পাতালে চালান করিয়া তাহাকে চিকিৎসার জন্যে তথায় রাখিবেন ইতি।

চিকিৎসা করিবার জন্যে বেশ্যাকে আটক রাখিবার কথা)

১৫ ধারা। তদ্রূপ কোন বারস্ত্রী স্পর্শাক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্যে সটি-ফিকট প্রাপ্ত হাস্পাতালে গেলে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ হাস্পাতালে রাখা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং হাস্পাতালের যে চিকিৎসককে তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তিনি যত কাল স্বহস্তে লিখিয়া তাহাকে যাইবার অনুমতি না দেন ততকাল সেই বারস্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে তথায় আটক করিয়া রাখা যাইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক স্ত্রী যত কাল হাস্পাতালে থাকে ততকাল তাহার ঔষধ ও থাকিবার স্থান ও বস্ত্র ও আহারের খরচ লাগিবে না ইতি।

(বিদায়পত্র না পাইয়া হাস্পাতাল হইতে যাইবার দণ্ডের কথা)

১৬ ধারা। উক্ত চিকিৎসকের আজ্ঞা ক্রমে কোন বারস্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে সটি ফিকট প্রাপ্ত হাস্পাতালে আটক করিয়া রাখা গেলে যদি সেই স্ত্রী প্রধান চিকিৎসকের স্বহস্ত লিখিত

পত্র দ্বারা ঐ হাস্পাতাল হইতে বিদায় না পাইয়া তথা হইতে চলিয়া যায়, (ঐ বিদায় পাইয়াছে কি না এই বিষয়ে ঐ স্ত্রীর প্রমাণ করিতে হইবে অথবা।

(চিকিৎসালয়ের নিয়ম না মানিবার দণ্ডের কথা)

সটিফিকট প্রাপ্ত কোন স্ত্রীকে হাস্পাতালে চিকিৎসার জন্যে আটক রাখিবার অনুমতি হইলে, কিম্বা কোন স্ত্রী স্পর্শাক্রামক রোগের চিকিৎসা পাইবার নিমিত্তে সটিফিকট প্রাপ্ত হাস্পাতালে থাকিলে এই আইন ক্রমে যে বিধির অনুমোদন হইয়াছে যদি সেই স্ত্রী হাস্পাতালে থাকন কালে সেই বিধিমতে কর্ম্ম করিতে সম্মতা না হয় কিম্বা ইচ্ছা পূর্ব্বক শৈথিল্য করে।

তবে তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে মাজিষ্টেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে ঐ স্ত্রীর প্রথম অপরাধ হেতুক এক মাসের অনধিক ও দ্বিতীয় কিম্বা তৎপরে কোন বার অপরাধ হইলে তিন মাসের অনধিককাল কারাদণ্ড হইবে। যদি পূর্ব্বোক্তমতে বিদায় না পাইয়া হাস্পাতাল হইতে চলিয়া যায় তবে পুলীষের কোন কর্ম্মকারক পরওয়ানা বিনা তাহাকে ধরিয়া আটক করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে ঐ বার স্ত্রীর কারাদণ্ডের কাল পূর্ণ হইলে, তাহাকে কারাগার হইতে সটিফিকট

প্রাপ্ত হাস্পাতালে ফিরিয়া পাঠান যাইবে। এবং কারাগার হইতে মুক্ত হইবার সময়ে তাহার স্পর্শাক্রামক রোগ ছিল না যদি কারাগারের চিকিৎসক এই মর্ম্মের সার্টিফিকট লিখিয়া না দেন তবে তাহাকে হাস্পাতালে থাকিতে হইবে। ঐ সটিফিকটের প্রমাণ করিবার ভার ঐ স্ত্রীর প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

ঘরে থাকিয়া বেশ্যাদের চিকিৎসা পাইবার বিধি।

রেজিষ্টরী বারস্ত্রীদের স্বগৃহে চিকিৎসা করিবার বিধি করণের ক্ষমতার কথা।

১৭। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সারজন কি অন্য ব্যক্তিদিগকে সময়ে২ নিযুক্তকরেন তাঁহারদিগকে এই ক্ষমতা দিতে পারিবেন, যে এই আইনমতে রেজিষ্টরী হওয়া যে স্ত্রী চৌদ্দ ধারামতে নোটিস না পায় তাঁহারা চিকিৎসার জন্যে অমুক সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার অনুজ্ঞাপত্র দেন এবং আবশ্যক হইলে তাহার যদ্রূপ ঔষধসেবন করিতে হইবে ইহাও নিরূপণ করেন।

যদি তদ্রূপ কোন স্ত্রী তদ্রূপ বিধি কি আজ্ঞা অমান্য করে, কিম্বা তদনুসারে কর্ম্ম না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে, তাহার এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

(চিকিৎসা হইবার সময়ে বেশ্যাচার করিবার দণ্ডের কথা)

১৮ ধারা। রেজিষ্টরী করা যে স্ত্রীকে শেষোক্ত প্রকারের আজ্ঞা দেওয়া গেল, সেই স্ত্রী স্পর্শাক্রামক রোগহইতে উপরোক্ত সারজন কিম্বা শেষোক্ত প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি তাহাকেএইমর্ম্মেরসর্টিফিকট না দিলেও(যদিদেন তবে তাহার প্রমাণ করিবার ভার সেই স্ত্রীর প্রতি বর্ত্তিবে) যদি সাধারণ বেশ্যার কর্ম্ম করে, তবে মাজিষ্টেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পাচ শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

(খোরাকীর কথা)

১৯ ধারা। রেজিষ্টরী কোন স্ত্রীকে উক্ত আজ্ঞা দেওন সময়ের ও উক্ত সর্টিফিকট পাইবার মধ্যে যে কাল ব্যবধান, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং যদ্রূপে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ স্ত্রীকে সেই কাল পর্য্যন্ত তত টাকা খোরাকী দেওয়া যাইবে ইতি।

বেশ্যাদের পৃথক স্থানে বাস করিবার বিধি। নিষেধ হইলে পর কোন রাস্তায় কি স্থানে বাস করিলে দণ্ডের কথা।

২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গে-

জেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারা যে-খানে প্রচলিত হইবে এমত বিশেষ স্থান নিরূপণ করিলে সেই স্থানে ঐ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের নিমিত্তে সময়ে২ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত ক-রেন, তিনি কোন রেজিষ্টরী স্ত্রীকে এই মর্ম্মের নোটিস দিতে পারিবেন যে ঐ নোটিসের লিখিত দিনের পর দিনের অন্যূন কালাবধি ঐ স্ত্রী ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট অমুক পথে কি স্থানে বাস করিবে না।

কোন রেজিষ্টরি স্ত্রীকে সেই মর্ম্মের নোটীস দেওয়া গেলে যদি সে তল্লিখিত আজ্ঞা না মানে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে প্রথম বার ঐ অপরাধ করিলে তাহার এক মা-সের অনধিক কারাদণ্ড দ্বিতীয় বার ও তৎপরে কোন বার করিলে তাহার তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইবে ইতি।

রেজিষ্টর হইতে উঠাইবার কথা।

(রেজিষ্টর হইতে নাম তুলিবার কথা)

২১ ধারা। কোন বারস্ত্রী এই আইনমতে রেজিষ্টর হইলে পর যে স্থানে রেজিষ্টর হইয়াছে যদি সেই স্থানে সামান্য বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া উক্ত বহী হইতে আপনার নাম উঠাইয়া ফেলিতে চাহে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ি কার্য্য হইবার প্রণালীর বিধি করিতে পারিবেন ইতি।

বিবিধ বিধি।

(অভিযোগ করিবার কথা।

২২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এবং কার্য্যো-পলক্ষে সময়ে২ কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তদ্ভিন্ন এই আইনমতে মোকদ্দমা অন্য কাহারও যত্নে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।

(স্বাক্ষর সংক্রান্ত অনুভুতির কথা।

২৩ ধারা। এই আইনানুযায়ি কোন মোকদ্দমা প্রভৃতিতে কোন নোটীস কি আজ্ঞাপত্র কি সর্টিফিকট কিম্বা বিধির প্রতিলিপি কি অন্য দলিল গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মকারকের স্বাক্ষরযুক্ত কিম্বা এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে ঐ গবর্ণ-মেণ্ট যে ব্যক্তিকে কোন নোটীস প্রভৃতিতে স্বাক্ষর করিতে নিযুক্ত করেন তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়াছে যদি এমত ভাব দর্শায় তবে তাহা উপস্থিত করা গেলে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে ও যত কাল বি-পরীত প্রমাণ না হয় তত কাল যে ব্যক্তির দ্বারা ও তদীয় যে পদোপলক্ষে ও যে অভিপ্রায়ার্থে স্বাক্ষরিত হইবার মর্ম্ম দেখায়, যথার্থ সেই ব্য-ক্তির দ্বারা সেই পদোপলক্ষে সেই অভিপ্রায়ে স্বা-ক্ষর করা গেল এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

নোটীস দিবার কথা।

২৪ ধারা। এই আইন দ্বারা বারস্ত্রীকে যে নো-

টীস ও আজ্ঞাপত্র দিবার প্রয়োজন হয় তাহা নিজ সেই স্ত্রীকে কিম্বা তাহার নিয়ত বাসস্থানে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে জারী হইবে ইতি।

(মোকদ্দমা করিবার সময়ের কথা)

২৫ ধারা। এই আইনানুসারে কোন ব্যক্তির নামে কোন কার্য্য হেতুক মোকদ্দমা হইলে, ঐ কার্য্যে যাইবার পর তিন মাসের মধ্যে মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে নতুবা নয়।

যাহাকে প্রতিবাদী করিবার মনস্থ থাকে, মোকদ্দমার আরম্ভের ন্যূনকল্পের এক মাস পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমার নোটীস ও তাহার হেতু লিখিত হইয়া তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

যদি মোকদ্দমা করিবার পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণের যথাযোগ্য প্রস্তাব করা যায়, কিম্বা মোকদ্দমার আরম্ভ হইলে পর যদি প্রতিবাদী কিম্বা তাহার সপক্ষ কোন ব্যক্তি আদালতে যথোপযুক্ত টাকা দেয়, তবে বাদী মোকদ্দমার বিচার ক্রমে পাইবে না ইতি।

(বিধি করিবার ক্ষমতার কথা)

২৬ ধারা। এই আইনেতে যে২ কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা হইয়াছে কে তাহা করিবেন, এবং এই আইনদ্বারা যাহা অপরাধ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে কেবল কোন শ্রেণীর কার্য্যকারকেরা তাহার স-

স্থান জানাইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সময়েং প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন।

এবং কর্ম্মকারকেরা এই আইন প্রবল করণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে যে বিধিমতে কর্ম্ম করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসময়েং এই আইন সঙ্গত এমত বিধি করিতে পারিবেন।

আরো এই আইনমতে যে বিধি করা যায়, স্থানীয় গবর্গমেণ্ট সময়েং তাহা পরিবর্ত্তন ও বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কেবল সেই পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত বিষয় এই আইনের লিখিত কোন বিধানের অসঙ্গত না হয়।

মোকদ্দমা।

কলিকাতার বাগবাজার নিবাসীনীএক স্ত্রীলোকেরউপর পুলিসের ডিপুটীকমিশ্যনারেরআফিসহইতেএই মর্ম্মেরএক নোটীসজারী হইয়াছে যে সে নিজে থানায় যাইয়া ভারতবর্ষীয় স্পর্শাক্রামক রোগ নিবারণার্থ ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনমতে আপনার নাম রেজিষ্টারি করায়।

এই স্ত্রীলোক সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করেনা কিম্বা বেশ্যালয় রক্ষকের ব্যবসা চালায় না কিন্তু এক ভদ্র বাবুর দ্বারায় রাখিত হইয়া তাহার আশ্রয়ে১০ বর্ষাধিকা কাল পর্য্যন্তকাল হরণ করিয়া আসিতেছে।

এই স্ত্রীলোক থানায় যাইতে চাহে না কিন্তু এই তর্ককরে যে সামান্য বেশ্যাবৃত্তি যাহারা করে ও যাহারা বেশ্যালয় রক্ষকের ব্যবসা চালায় তাহাদের নিমিত্তেই ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন কেবল হইয়াছে।

এজন্য প্রার্থনা এই যে এডবোকেট জেনেরেল ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনটী পাঠ করিয়া এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন যথা প্রত্যেক ভাব গতিকে থানায় হাজির হইয়া আপনার নাম রেজিষ্টরি করাইতে সে আবদ্ধ আছে কি না এবং কলিকাতার সকল বেশ্যার প্রতি কিম্বা যাহারা কেবল সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করে ও বেশ্যালয় রক্ষকের ব্যবসা চালায় তাহাদের প্রতিও আইন খাটিবার অভিপ্রায় আছে।

উপদেশ।

আমার মতে অভিযোগকারিকে কি অন্য কোন স্ত্রীলোককে, সামান্য হউক বা না হউক, দিতে পুলিষের ডিপুটী কমিশ্যনারের এই মর্ম্মে তলব দিতে কোন ক্ষমতা নাই যে সেই স্ত্রীলোক ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন ক্রমে রেজিষ্টরি হইবার জন্য তাহার নিকট হাজির হইবে যে স্ত্রী রেজিষ্টরি না করিয়া সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করে উর্দ্ধ সংখ্যায় তাহার দণ্ড হইতে পারিবে কিন্তু পুলিষ

তাহার নাম রেজিষ্টরি করাইতে বলিতে পারিবেন না।

সার কৃ্যসার অর্ডর।

১৮৬৮ সালের ১৪ আইন ১৮১৯'সালের ১লা আপ্রিল হইতে কলিকাতা ও সহরতলীর স্থানে প্রচলিত হইলে পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের উপদেশার্থে নিচের লিখিত হুকুমজারি হইল।

যে সকল বিধি গবর্ণরমেণ্টের মঞ্জুর হইয়া জারি হইয়া গিয়াছে, তাহারও ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনের এক নকল প্রত্যেক কর্ম্মচারির গোচরার্থে, উপদেশার্থে ও নথি রাখিবার নিমিত্তে পাঠান গেল।

কমিশ্যনারের এই ইচ্ছা সকল পুলিষ কর্ম্মচারিরা বিশেষ রূপে জানিবেন যে কাহাকে বিরক্ত করিতে না হয় অথচ আইনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় এই ভাবে ঐ আইনানুসারে তাহারা কার্য্য করে, এ বিষয়ে কার্য্য করিতে ইনিস্পেক্টরেরা সুবিবেচনা অনুসারে চলিবেন ইহাই কমিশ্যনার সাহেবের বিশ্বাস আছে।

যে স্ত্রীলোকেরা রেজিষ্টরির জন্যে হাজির হয় তাহাদিগকে বিশেষ রূপে জ্ঞাত করিয়া দিবেন যে কিছু মাত্র ফি লওয়া যাইবে না এবং কিছু অত্যাচার ও হইবেনা এবং যথা সাধ্য সংগোপনে

ও তাহাদের মনের ভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পরীক্ষা কার্য্য চালান হইবে আরো যে শুভ বন্দোবস্ত করা গিয়াছে তাহাতে তাহাদিগের নিজের বিশেষ উপকার হইবে কেননা ঐ সকল রোগ সত্বরে প্রকাশ পাইলে সত্বরে আরগ্যে হইবে তাহাতে তাহাদের নিজের কোন শুভ ব্যতীত অশুভ ঘটিবে না।

ইনিস্পেক্টরেরা স্পষ্ট করিয়া আপনাদের অধীন কর্ম্মচারিগণকে কহিয়া দিবেন যে২ সকল স্ত্রীলোক নিজে থানায় রেজিষ্টারির জন্যে হাজির হইবে তাহাদিগকে অনাবশ্যক কোন কটীন ব্যবহার করণের দোষী যে কোন পুলিষ কর্ম্মচারি হইবে এমত প্রমাণ পাইলে কিম্বা কিছু পুরস্কার চাওয়া কি লওয়া সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে তাহাদিগকে কমিশ্যনারের কঠিনরূপে দণ্ড করিবেন।

কমিশ্যনারের বিশ্বাস এই যে আপন২ থানার এলাকার মধ্যে যে২ বেশ্যা সামান্য বেশ্যাবৃত্তি চালায় তাহাদের রীতিমত রেজিষ্টরি হওয়া এবং সময়ে২ যে রূপ পরিক্ষা করিবার আইনে আদেশ আছে তাহা সম্পূর্ণ হওয়া ইনিস্পেক্টর সতর্ক হইয়া দেখিবেন।

সকলের বুঝা আবিশ্যক যে যাহারা প্রকাশ্য রূপে কিছু মাত্র পুরুষের ভেদাভেদ না করিয়া

নিজ বেশ্যাবৃত্তি চালায় এবং যাহারা নিজে বেশ্যা বলিয়া সাধারণকে জানাইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে সামান্য বেশ্যা বলা যাইবে।

যে স্ত্রীলোকেরা ঐ রূপ প্রকাশ্য হইতে ইচ্ছা না করে কেবল গোপনে দুই একটী লোককে আসিতে দেয়, তাহাদিগকে ঐ আইনের মর্ম্মাধীন সামান্য বেশ্যা বলিয়া আপততঃ গণ্য করা যাইবে নাকেননা যাহারাআপনাদিগকে স্বেচ্ছায়বেশ্যারূপে জানায় তাহাদিগকে কেবল এই আইনানুসারে রেজিষ্টার ও পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় আছে।

এরূপ প্রভেদ করা সদত কঠিন হইবে একারণ সকল সহরেই স্থল ডিপুটী কমিশ্যনারের হুকুমের জন্যে সোপরদ্দ করিতে ইনিস্পেকটর আদেশ পাইল।

হাস্পাতালের পরীক্ষাসম্বন্ধে ইনিস্পেক্টরদিগকে জানান যাইতেছে যেসহরও সহরতলী আপততঃ দুইঅংশে বিভক্ত হইয়াছেযথাউত্তরাংশদক্ষিণাংশ অর্থাৎ বহুবাজার ইষ্টি ট সিয়ালদহ পর্য্যন্ত লইয়া তাহার উত্তর ও দক্ষিণ অংশ উত্তর ভাগের সকল থানার স্ত্রীলোকেরাকাজিহাউসেহাস্পাতালে এবং দক্ষিণাংশের সকলে পাপর হাস্পাতালে পরীক্ষিত হইবে।

ডবলিউ বি বার্চ লেপ্টনেণ্ট।
পুলিষের ডিপুটী কমিশ্যনার

নং ১৯

সারকিউলার অর্ডর।

সামান্য বেশ্যাদের রেজিষ্টারি ও পরীক্ষা বিষয়ে থানার কর্ম্মচারিগণকে যে সকল উপদেশ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে তাহার পর বিলক্ষণ স্পষ্ট করিয়া কমিশ্যনার সাহেব তাহাদিগকে জানাইতেছেনযে তাহারা জোর করিয়া রেজিষ্টারি করাইতে পারিবেনা। সেই রেজিষ্টারি স্ত্রীলোক নিজে করুক না করে তাহার ইচ্ছাধীন। বিধির ৩ দফায় আপনার নাম রেজিষ্টারি করিতে থানায় হাজির হওয়া জোরের কার্য্য আছে কিন্তু কোন সামান্য বেশ্যা রেজিষ্টরি না করিলে পুলিযে তাহাকে গ্রেপ্তার করিযা মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবার যে উপায় আছে তাহা না করিয়া বরং বিধির ১০ দফায় এবং আইনের ৪ ধারায় যে উপায় আছে তাহাইতাহারাঅবলম্বনকরিবেন কিন্তু জোর করিয়া তাহাদিগের রেজিষ্টরি করাইবেন না কমিশ্যনার ও ডিপুটী কমিশ্যনার সাহেব দিগের আদেশ ভিন্ন অন্য কাহারো ঘত্নেমোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবেনা অতএবইহাদের হুকুম প্রত্যেক স্থলে লওয়া আবশ্যক।

যে স্ত্রীলোক ঐ আইনের ব্যাখ্যা ভুল বুঝিয়া হউক কি না বুঝিয়া হউক সামান্য বেশ্যা বলিয়া

রেজিষ্টারি করিয়াছে সে ব্যক্তি রেজিষ্টারি স্ত্রী-লোক বলিয়া গণ্য হওত সকল দণ্ডের ভাগী হইবে ও আইন মতে যাহা করিতে হয় তাহা করিতে হইবে। এবং বিধির ২৩।২৭ দফা অনুসারে প্রথমে ও পরে সময়ে২ নির্দ্দিষ্ট হাস্পাতালে পরীক্ষা হইবার জন্য জোর করিয়া তাহাকে হাজির করিতে পারিবে কিন্তু যদি ডিপুটী কমিশ্যনারের দস্তখৎ কাগজে ঐ রূপ পরীক্ষা হইতে মুক্ত হওয়া প্রমাণ করিতে পারে ও তাহার রেজিষ্টেসন টিকিটে লিখিত থাকে তবে ঐ রূপ জোর করিতে পারিবেনা। হুকুমে অন্য রূপ লেখা না থাকিলে হুকুমের তারিখ হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত ঐ বিশেষ বিধির ফল হইবে ও যে২ স্থলে আপীল উত্থাপিত হইয়াছে সেই২ স্থলে তদন্ত হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ বিধি গ্রাহ্য করা যাইবে।

যে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের নাম রেজিষ্টরি করে নাই কিম্বা যে স্ত্রীলোকদের সটিফিকট দৃষ্টে জানা যায় যে তাহারা রেজিষ্টরি করা বেশ্যালয়ে আছে তাহাদিগের রেজিষ্টরি হইতে মুক্ত হইবার দরখাস্ত ডিপুটী কমিশ্যনর লইবেন না।

ডবলিউ বার্চ লেপ্টেনেণ্ট পুলিষের
ডিপুটী কমিশনার ১৫ আপ্রেল।
১৮৬৯ সাল।

রেজিষ্টে সন টিকিটের ফারম।

কলিকাতা পুলীষ কমিশ্যনার সাহেবের আফিস

রেজিষ্টরি নম্বর
কোন থানাতে রেজিষ্টরি হয়
রেজিষ্টরির তারিখ
বেশ্যার নাম
পিতার নাম
জাতি ও ধর্ম্ম
বয়স ও সাধারণ লাবণ্য
বেশ্যার বাসস্থান
বেশ্যালয় রক্ষকের নং
ইহার নাম
কোন স্থানে ডাক্তারের পরীক্ষা হয়

ডাক্তারের সর্টিফিকট।

পরিক্ষার তারিখ	পরীক্ষার ফল	পীড়া থাকিলে আটক ও না থাকিলে ছাড়া	হাস্পাতালে প্রবেশতারিখ	হাস্পাতাল হইতে ছাড়ার তারিখ	বক্তব্য

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ-স্বত্ব রক্ষিত হইল, সংগ্রহকারের বিনা অনুমতিতে অনুকরণ করিলে ১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।